ইউনিট ১৫

নিয়ন্ত্রণ (Controlling)

ভূমিকা

ব্যবস্থাপনার মৌলিক কার্যক্রমের সর্বশেষ ধাপ হলো নিয়ন্ত্রণ। প্রতিষ্ঠানের কিছু মৌলিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে এবং তা অর্জনের জন্য পরিকল্পনা করা হয়। মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদ যোগার করা হয় এবং সুষ্ঠুরূপে তা উদ্দেশ্য অর্জনে পারিচালিত করা হয়। কিন্তু সকল কিছুই পরিকল্পনা মাফিক সুচারুরূপে পরিচালিত হয় না। এজন্যই কোথায় সমস্যা খুঁজে বের করতে হয় এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কখনোই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন আশা করা যায় না। এই ইউনিট পাঠে আপনি নিয়ন্ত্রণ, ইহার বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব এবং পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পাঠ ১ নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বুঝায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

■ নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

নিয়ন্ত্রণ ঃ নিয়ন্ত্রণের আভিধানিক অর্থ হলো কোন কিছু পরিচালনা সংযতকরণ, দমন, বিরত রাখা বা আয়ত্তে রাখা। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বা কার্যাবলির সর্বশেষ ধাপ হলো নিয়ন্ত্রণ। সহজ কথায় নিয়ন্ত্রণ বলতে পরিকল্পনার আলোকে / অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা এবং কোন গরমিল থাকলে তার প্রতিকার করাকে বুঝায়।

প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। অতঃপর প্রণীত পরিকল্পনার আলোকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিশ্চিতের জন্য সংগঠন (প্রয়োজণীয় মানবীয় ও অমানবীয় উপকরণাদির), কর্মী নিয়োগ, নির্দেশ প্রদান, সমন্বয় সাধন, প্রেষণা প্রদান করেন। কিন্তু অধীনস্থরা সব সময়ই সকল কার্যাদি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করতে পারে না। কখনো পরিবেশ পরিস্থিতিও পাল্টে যায়। তাই প্রয়োজন হয় নিয়ন্ত্রণের। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সকল ভুল-ত্রুটি খুঁজে বের করা হয় এবং সংশোধনের ব্যবস্থা নিয়ে উদ্দেশ্য অর্জন নিশ্চিত কা হয়। নিয়ন্ত্রণের ক'টি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

Henry Fayol এর মতে নিয়ন্ত্রণ হলো প্রণীত পরিকল্পনা, প্রদত্ত নির্দেশাবলী এবং প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার আলোকে কার্যাবলি সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা। ("In an undertaking control consists in verifying whether everything occurs in conformity with the plan adopted, the instructions issued and the principles established")১

Weihrich and Koontz এর মতে নিয়ন্ত্রণ হলো সম্পাদিত কার্য পরিমাপ এবং সংশোধন- যাতে করে হওয়া যায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যাবলী এবং পরিকল্পনাসমূহ সুসম্পন্ন হয়েছে। ("Controlling is the measurement and correction of performance in order to make sure that enterprise objectives and the plans desired to attain them are being accomplished.")

উপরে উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যাদি যথাসময়ে ও যথার্থ মান অনুযায়ী সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও তুলনা করা, কোন বিচ্যুতি হলে তার কারণ অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হলো নিয়ন্ত্রণ।

পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইহারা একই কাঁচির দুটি ফলা এবং দুই ফলা একত্রিত না হলে কাঁচি কোন কাজ করে না। তেমনি উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা ছাড়া নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। কারণ, কার্যসম্পাদন সবসময়ই কিছু প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ডের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। ব্যবস্থাপনার উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন অর্থাৎ সকল স্তরেই নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। সকল স্তরের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কখনো কোন প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে পরিকল্পনা ভবিষ্যৎমুখী অর্থাৎ ভবিষ্যতে কখন কি করা হবে তা বিস্তারিত ভাবে পরিকল্পনায় বর্ণিত হয়। অপর দিকে নিয়ন্ত্রণ অতীতমুখী অর্থাৎ প্রণীত পরিকল্পনায় স্থির আদর্শ মানের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

পাঠ সংক্ষেপ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনার আলোকে সকল কার্য যথা সময়ে এবং যথার্থ মান অনুযায়ী সম্পাদন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও তুলনা করা। বিচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ করাই হলো নিয়ন্ত্রণ।

পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভালো নিয়ন্ত্রণের জন্য ভালো পরিকল্পনা দরকার। অপরদিকে পরিকল্পনা বা নিয়ন্ত্রণ এককভাবে উদ্দেশ্য অর্জনে কোন অবদান রাখতে পারে না। তাই পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সুসমন্বয় দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ( ) চিহ্ন দিন।

১. ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ কাজ কোনটি?

ক. পরিকল্পনা　　খ. সংগঠন

গ. নিয়ন্ত্রণ　　ঘ. সমন্বয়সাধন

২. পরিকল্পনায় বর্ণিত আদর্শ মানের সাথে সকল কার্যক্রম যথার্থভাবে হচ্ছে কিনা তা যাচাই করাকে কী বলা হয়?

ক. সংগঠন　　খ. প্রেষণা

গ. কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন　　ঘ. নিয়ন্ত্রণ।

নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন
- নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির সর্বশেষ ধাপ। পরিকল্পনার আলোকে সকল কার্যাবলি সঠিকভাবে হচ্চে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে সংশোধণমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ করাই হলো নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা নিম্নরূপ-

১. সর্বশেষ কার্য-প্রক্রিয়া

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ কার্যপ্রক্রিয়া। উদ্দেশ্যের আলোকে পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম অর্থাৎ সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা তা দেখাই হলো নিয়ন্ত্রণের কাজ।

২. উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ভিত্তিক

নিয়ন্ত্রণ সর্বদাই উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ভিত্তিক। অর্থাৎ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যই পরিকল্পনা করা হয় এবং পরিকল্পনার আলোকে সকল কার্যক্রম দ্বারা উদ্দেশ্য নিশ্চিত হচ্ছে কিনা তাই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেখা হয়।

৩. সহজ ও বোধগম্যতা

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবশ্যই সহজ এবং বোধগম্য হতে হবে, যাতে করে সকলেই ইহা বুঝতে পারে। ফলে সকল স্তরে কোন প্রকার অস্পষ্ট ছাড়াই ইহা বাস্তবায়িত হবে।

৪. উপযুক্ততা ও বাস্তবতা

নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা অর্জনের জন্য উপযুক্ত ও বাস্তবমুখী হবে। যদি সকল স্তর ও বিভাগের জন্য নিয়ন্ত্রণ উপযুক্ত ও বাস্তবমুখী না হয় তবে, সর্বত্রই সমস্যা দেখা দিবে।

৫. অবিরাম প্রক্রিয়া

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ কাজ হলেও এটি একটি অবিরাম প্রক্রিয়া। প্রতিটি ব্যবস্থাপনা কার্যের সাথেই নিন্ত্রণ জরিত। এবং একবার কোন কার্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো তার সাথে তাল রেখে অবিরাম ভাবে নিয়ন্ত্রণ কার্যত বলতে থাকে।

৬. ভবিষ্যৎ মুখী

অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করা হয়। ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় কি কি সমস্যা আসতে পারে, তার গতি প্রকৃতি কি এবং কিরূপ তা সমাধান সম্ভব- এ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ধারণা প্রদান করে।

৭. নমনীয়তা

ভবিষ্যৎ সব সময়ই পরিবর্তনশীল। তাই প্রয়োজনের আলোকে ভবিষ্যতের পরিবর্তনশীল পরিবেশ, প্রযুক্তি, পরিকল্পনা ও সংগঠনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরির্তনশীল ও নমনীয় হতে হবে।

৮. মানবীয় ও অমানবীয় প্রচেষ্টার সাথে সম্পৃক্ত

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের মানবীয় ও অমানবীয় প্রচেষ্টার সাথে সম্পৃক্ত। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্মীরা কিরূপে কার্যক্রম পরিচালনা করছে, সঠিক যন্ত্রপাতি, সঠিক ব্যয় এবং সঠিক পদ্ধতিতে সম্পাদন করছে কিনা ইত্যাদির সাথেই নিয়ন্ত্রণ জড়িত।

৯. সর্বস্তরে বিদ্যমান

প্রতিষ্ঠানের উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন এই তিনটি স্তরের প্রতিটিতেই নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। সকল স্তরের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

১০. কম ব্যয় সাপেক্ষে

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কম ব্যয় সাপেক্ষ হতে হবে। অন্যথায় তা দ্বারা আশানুরূপ ফলাফল লাভ করা যায় না। কারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যতো ব্যয় সাপেক্ষ হয় ততো জটিল হয়ে থাকে।

১১. দ্রুত ভুল-ত্রুটি নির্দেশক

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এমন হবে- যা দ্বারা পরিকল্পনার আলোকে সকল কার্যক্রম সম্পাদন হচ্ছে কিনা এবং সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় ভুল ত্রুটি হচ্ছে তা দ্রুততার সাথে নির্ধারণ করবে।

১২. সংশোধন ব্যবস্থা নির্দেশক

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শুধু ভুল-ত্রুটি নির্দেশনই করবে না, ইহা ভুলত্রুটি সংশোধন ও দূরীভূত করার সঠিক নির্দেশও প্রদান করবে। যা থেকে পরবর্তী পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব (Importance of controlling)

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে নিয়ন্ত্রনের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিকল্পনা এবং অন্যান্য কার্যক্রম যতো সুন্দরভাবেই সম্পাদন হউক না কেন সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ না থাকলে সব কিছুই অর্থহীন হতে বাধ্য। তাই সকল স্তরের সকল কার্য সুন্দরভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও অর্জনের জন্য, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নে নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব আলোচনা করা হলোঃ

১. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবসায়ের ছোট-বড় সকল কার্য পরিকল্পনা মাফিক চলে। কার্যের অগ্রগতির সকল তথ্য যথাসময়ে পাওয়া যায়। ফলে পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন দ্রুত হয়।

২. ভুল-ত্রুটি উদঘাটন

সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবসায় পরিকল্পনায় স্থিরাকৃত আদর্শমানের সাথে অর্জিত সাফল্য তুলনা করা হয়। অপর দিকে প্রতিটি ব্যবস্থাপনা কার্য যথার্থ ও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তাও পর্যবেক্ষণ করা হয়। ফলে যে কোন স্তরের, যেকোন কার্যের ভুল-ত্রুটি দ্রুততার সাথে উদঘাটন করা যায়।

৩. দ্রুত সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ

কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় যে কোন ভুল-ত্রুটি খুব সহজেই ধরা পড়ে এবং প্রতিটি সমস্যার কার্যকরণ সম্পর্কে জানা যায়। ফলে তার আলোকে দ্রুততার সাথে সঠিক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

৪. পরবর্তী পরিকল্পনার মান উন্নয়ন

সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা দ্রুততার সাথে ভুল-ত্রুটি নিরূপণ ও নিরসন করা যায়। এই নিরসন ব্যবস্থা পরবর্তী পরিকল্পনার ভিত্তি স্থিরকরণে ও মান উন্নয়নে সাহায্য করে।

৫. শৃংখলা বৃদ্ধি

ফলদায়ক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ ও ব্যক্তির মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাস পায়, জবাব দিহিতার সৃষ্টি হয় এবং শৃংখলা বৃদ্ধিপায়। যা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য।

৬. সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি

প্রণীত পরিকল্পনা, নীতি ও পদ্ধতির আলোকে সকল কাজ হচ্ছে কিনা, কোথাও সমস্যা রয়েছে কিনা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। ফলে সকল স্তর ও সকল শাখায় সমন্বয় এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

৭. সচেতনতা ও মনোবল বৃদ্ধি

সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে শৃংখলা, সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। যা কর্মীদের সচেতনতা ও মনোবলকে বৃদ্ধি করে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে এবং সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পায়।

৮. ঝুঁকি হ্রাস

নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেখা হয় প্রতিটি বিভাগ, প্রতিটি কর্মী, প্রতিটি উপকরণ, প্রতিটি নীতি-পদ্ধতি সঠিকভাবে এবং পরিকল্পনা মাফিক কাজ করছে কিনা, ফলে সকল কার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়, উদ্দেশ্য অর্জন নিশ্চিত হয় এবং সর্বস্তরের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৯. সময় ও অপচয় হ্রাস

কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের সকল কার্য পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা মানও গুণ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। কোথাও কোন সমস্যা হলো সাথে সাথে ধরা পড়ে এবং দ্রুত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের সকল ক্ষেত্রে সময় সংক্ষেপ এবং ব্যয় ও অপচয় হ্রাস পায়।

১০. দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন

সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্তরের বিভিন্ন নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ ও বন্টন করে দেয়া হয়। ফলে প্রত্যেকের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায় এবং সহজে প্রত্যেকের কার্য পরিমাপও করা যায়।

১১. বিকেন্দ্রীকরণে সহায়ক

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুন্দর হলে গুরুত্বপূর্ণ কার্যগুলো ব্যবস্থাপক নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে অপেক্ষাকৃত কম ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যগুলো অধীনস্থদের নিকট বিকেন্দ্রীকরণ বা অর্পন করতে পারেন। ফলে অধীনস্থরা দায়িত্ব পেয়ে আগ্রহের সাথে, দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার চেষ্টা করে এবং ব্যবস্থাপনার কার্যভারও হ্রাস পায়।

১২. উচ্চ ব্যবস্থাপনার শক্তি ও সময় বাঁচায়

সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ও কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ ও বিকেন্দ্রীকরণ করা যায়। ফলে উচ্চ ব্যবস্থাপনার শক্তি, সামর্থ্য ও সময় কম ব্যয় হয় এবং তারা আরো গুরুত্বপূর্ণ কার্যে বেশি মনযোগ দেয়ার সুযোগ পায়।

১৩. উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়

সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা ও মান অনুযায়ী কার্যাদি সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে দেখা হয় এবং প্রয়োজনে সঠিক সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হয়।

উপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে আপনার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই পরিকল্পনায় নির্ধারিত মান ও গুণ অনুযায়ী সকল কার্য সঠিক সময়ে, সঠিক অর্থ ব্যয়ে এবং সঠিকভাবে সম্পাদন সম্ভব। অন্যথায় প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্যও উদ্দেশ্য অর্জন কখনো সম্ভব নয়।

পাঠ সংক্ষেপ

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যপ্রক্রিয়া। ইহার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে- সর্বশেষ কার্য, উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ভিত্তিক, সহজ ও বোধগম্যতা, উপযুক্ততা ও বাস্তবতা, অবিরাম প্রক্রিয়া, ভবিষ্যৎমুখী, মানবীয় ও অমানবীয় প্রচেষ্টার সাথে সম্পৃক্ত, সর্বস্তরে বিদ্যমান, ভুল-ত্রুটি ও সংশোধন ব্যবস্থা নির্দেশক।

সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে যেমন- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ভুল-ত্রুটি উদঘাটন, দ্রুত সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ, শৃংখলা, সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি, সময় ও অপচয় হ্রাস, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ বন্টন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে ( ) টিক চিহ্ন দিন।

১. নিয়ন্ত্রণ মুলতঃ কী ভিত্তিক?

ক. উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা
খ. মানবীয় ও অমানবীয় প্রচেষ্টা
গ. উপযুক্ততা ও বাস্তবতা
ঘ. ভুল-ত্রুটি নির্দেশক

২. নিয়ন্ত্রণ মূলতঃ কি নির্দেশ করে?

ক. ব্যয় ও অপচয়হ্রাস
খ. দ্রুত সংশোধন ব্যবস্থা
গ. অবিরাম প্রক্রিয়া
ঘ. সর্বস্তরে বর্তমান

৩. নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে কী বাস্তবায়িত হয়

ক. পরিকল্পনা
খ. সংগঠন
গ. সমন্বয়
ঘ. মুনাফার প্রত্যাশা

৪. নিয়ন্ত্রণ উচ্চ ব্যবস্থাপনার কী বাঁচায়?

ক. অর্থ ও সময়
খ. চিন্তা-ভাবনা
গ. শক্তি ও সময়
ঘ. দায়িত্ব ও কর্তব্য

নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপসমুহ বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

নিয়ন্ত্রণ হলো ব্যবস্থাপনার সর্বস্তরে বিদ্যমান একটি অবিরাম ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু ও কার্যকর করার জন্য কিছু ধারাবাহিক পদক্ষেপ অনুসরণ করা হয়। যা নিম্নরূপ-

১. আদর্শ মান নির্ধারণ
২. সম্পাদিত কার্য পরিমাপ
৩. আদর্শমানের সাথে সম্পাদিত কার্যের তুলনা
৪. বিচ্যুতির কারণ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ
৫. সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ

নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো ঃ

১. আদর্শ মান নির্ধারণ

আদর্শ মান নির্ধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ। মূলতঃ আদর্শ মান পরিকল্পনা তৈরির সময়ই নির্ধারিত হয়। আদর্শমান হলো এমন মানদন্ড বা বিন্দু যার আলোকে কর্মফলা পরিমাপ করা হয়। নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় নির্বাহীকে প্রথমেই প্রতিটি বিভাগের প্রতিটি কার্যের এবং প্রতিটি বিভাগের আলোকে সামগ্রিক কার্যাবলীর আদর্শ মান নির্ধারণ করতে হয়। আদর্শমান সংখ্যা, ওজন, আয়, ব্যয়, সময়, আর্থিক মূল্য ইত্যাদির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। আদর্শ মানই নিয়ন্ত্রণের মূল ভিত্তি। তবে, কার্যের প্রকৃতি অনুযায়ী আদর্শ মানের তারতম্য হয়। যেমন- উৎপাদনের আদর্শমান-সংখ্যা, গুণ ও সময়ভিত্তিক; ব্যয়ের আদর্শমান- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় ভিত্তিক এবং বিনিয়োগের আদর্শমান- মোট বিনিয়োগ, সম্পদের পরিমাণ ও ব্যবহার ইত্যাদি হতে পারে। আবার কর্মীদের মনোবল, আনুগত্য, মনোভাব, ঝোঁক, প্রবণতা, কর্মস্পৃহা ইত্যাদির মান সংখ্যা বা ওজনে নির্ধারণ করা যায় না। অবস্থা বিচারে-বিবেচনা করে এগুলো পরিমাপ করতে হয়। তবে কার্যের আদর্শমান থাকতেই হবে অন্যথায় কার্যের ফলাফল পরিমাপ করা যায় না।

২. সম্পাদিত কার্য পরিমাপ

নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো সম্পাদিত কার্য পরিমাপ করা। এই স্তরে বাস্তবে কতটুকু কার্য কত সময়ে এবং কত ব্যয়ে সম্পাদিত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ করা হয়। ফলে সর্বত্র ভুল-ত্রুটি হ্রাস পায় এবং মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। বিভিন্ন ভাবে সম্পাদিত কার্য পরিমাপ করা যায় যথা- পর্যবেক্ষণ, সম্পাদিত কার্যের মৌখিক ও লিখিত বিবরণ পর্যালোচনা, তথ্য সংগ্রহে ও বিচার-বিশ্লেষণ, কম্পিউটার প্রযুক্তি ও সার্কিট ক্যামেরা ব্যবহার ইত্যাদি।

৩. আদর্শমানের সাথে সম্পাদিত কার্যের তুলনা

প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ইহার বিভিন্ন বিভাগ ও শাখায় বিভিন্ন কর্মী বিভিন্ন কার্যাদি সম্পাদন করে। এই স্তরে প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে বাস্তবে সম্পাদিত বিভিন্ন কার্য, সময় ও ব্যয়ের তুলনা করে দেখা হয় কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি রয়েছে কিনা। ভুল-ত্রুটি থাকলে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে দ্রুততার সাথে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়। ভুল-ত্রুটি নির্ধারণে ব্যবহৃত কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্লেক-ইভেন-পয়েন্ট, গ্যান্ট চার্ট, সিপিএম, পার্ট ইত্যাদি। এ সকল কৌশল ব্যবহার করে ভুল-ত্রুটিগুলোকে সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

৪. বিচ্যুতির কারণ নির্ণয় এবং বিশ্লেষণ

এই স্তরে এসে প্রত্যাশিত মানের সাথে সম্পাদিত মানের বিচ্যুতির কারণ ব্যাপক অনুসন্ধান ও বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় বিচ্যুতির মূল কারণ ব্যবস্থাপনা, কর্মী, অর্থ, যন্ত্রপাতি কৌশল প্রযুক্তি অদক্ষ পরিকল্পনা সম্পর্কিত কিনা? প্রকৃত কারণ নির্ণয় ও বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণ করেই তার সঠিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্থির করতে হয়।

৫. সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ

নির্ধারিত ভুল-ত্রুটির আলোকে সর্বশেষ স্তরে এসে সঠিক ও কার্যকর সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। মূলতঃ ভুল-ত্রুটির উপরই সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নির্ভর করে। ভুল-ত্রুটির আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে-

ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন, পরিবর্ধন;
খ) পরিকল্পনা পুনঃ প্রণয়ন;
গ) অধীনস্থদের দায়িত্ব পুনঃ বন্টন;
ঘ) অতিরিক্ত স্টাফ নিয়োগ;
ঙ) অধীনস্থদের সর্বোত্তম পন্থায় নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ;
চ) কার্য পরিবেশের উন্নয়ন;
ছ) প্রনোদনামূলক ব্যবস্থার উন্নয়ন;
জ) অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা এবং ছাটাই ইত্যাদি।

নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া উপরোক্ত পাঁচটি পদক্ষেপের মাধ্যমে বিন্যস্ত। প্রতিটি পদক্ষেপের সঠিকতা ও ফলপ্রসূতার উপরই নিয়ন্ত্রণের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে। তাই প্রতিটি পদক্ষেপ নির্বাহীকে যথেষ্ট সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু ও কার্যকর করার জন্য কিছু ধারাবাহিক পদক্ষেপ অনুসরণ করা হয়। যা হলো- আদর্শমান নির্ধারণ, সম্পাদিত কার্য পরিমাপ, আদর্শমানের সাথে সম্পাদিত কার্যের তুলনা, বিচ্যুতির কারণ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ, সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ।

নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপের সঠিক বাস্তবায়নের উপরই সমগ্র নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন ঃ ১৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ( ) চিহ্ন দিন।

১. নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু ও কার্যকর করার লক্ষ্যে কী অনুসরণ করতে হয়?
   ক. সুন্দর পরিকল্পনা — খ. কিছু ধারাবাহিক পদক্ষেপ
   গ. সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য — ঘ. সঠিক আদর্শমান

২. নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপ সংখ্যা কটি?
   ক. ৪টি — খ. ২টি
   গ. ৩টি — ঘ. ৫টি

৩. নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ কোনটি?
   ক. আদর্শমান নির্ধারণ — খ. বিচ্যুতির কারণ নির্ধারণ
   গ. আদর্শ সময় নির্ধারণ — ঘ. সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নির্ধারণ

৪. সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ স্তরে এসে প্রয়োজনের আলোকে কত ধরনের ব্যবস্থা নেয়া যায়?
   ক. ৫ ধরনের — খ. ৬ ধরনের
   গ. ৮ ধরনের — ঘ. ৭ ধরনের

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝেন?
২. নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ সমূহ বর্ণনা করুন।